দানী গাছ

Shel Silverstien এর The Giving Tree অবলম্বনে

গাছেদের গরিমার কথা আমরা অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পে পেয়ে থাকি। গাছ আমাদের কি কি না দেয়- আমরা পাই ফল , গাছের ছায়া, ঘর,অক্সিজেন আদি।

কিন্তু আমরা সুধু গাছ থেকে নিয়েই থাকি। তার বদলে কিছুই না দিয়ে খালি কাটতে থাকি। বা জালাই। গাছেদের

মহত্ব আর গাছের দয়াশীলতা আমরা অনেকে গল্পেই পাই। সেইরমকমেরি এই গল্প যা কি আমাদের সবারই খুব পছন্দ হবে।

----------- Published by Bharat Gyan Vigyan Samiti

দানি গাছ : The Giving Tree

শেল সিল্ভের্স্টিন : Shel Silverstien

এই বইটির প্রকাশন "ভারত জ্ঞান বিজ্ঞান সমিতি" সারা ভারতে যে সাক্ষ্যরতা অভিযান চলছে তাতে ব্যবহারের জন্য করা হয়েছে। জনবাচন আন্দোলনের উদ্দেশে প্রকাশিত এই বইগুলো গ্রামের লোক ও গ্রামের শিশুদের পড়া লেখা করার প্রতি রুচি জাগাবে।

দানি গাছ

The Giving Tree

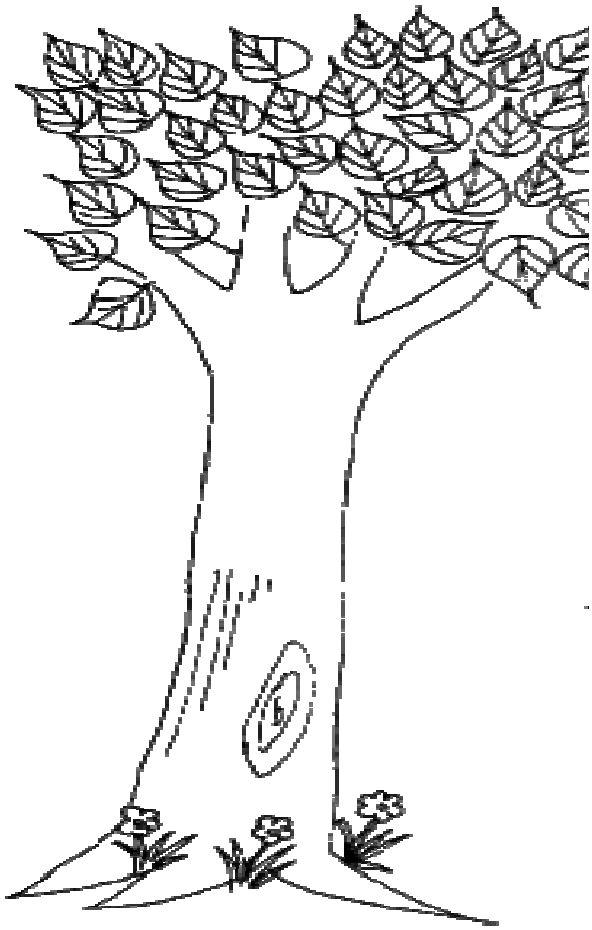

একটা গাছ ছলি।

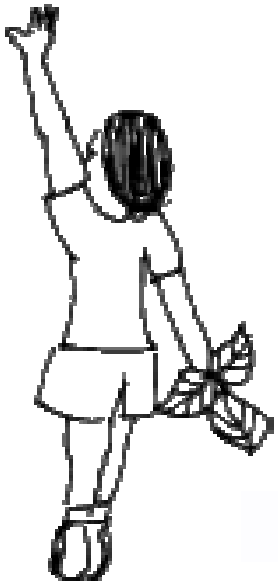

গাছটি একটি ছোট ছেলেকে ভাল বাসত।

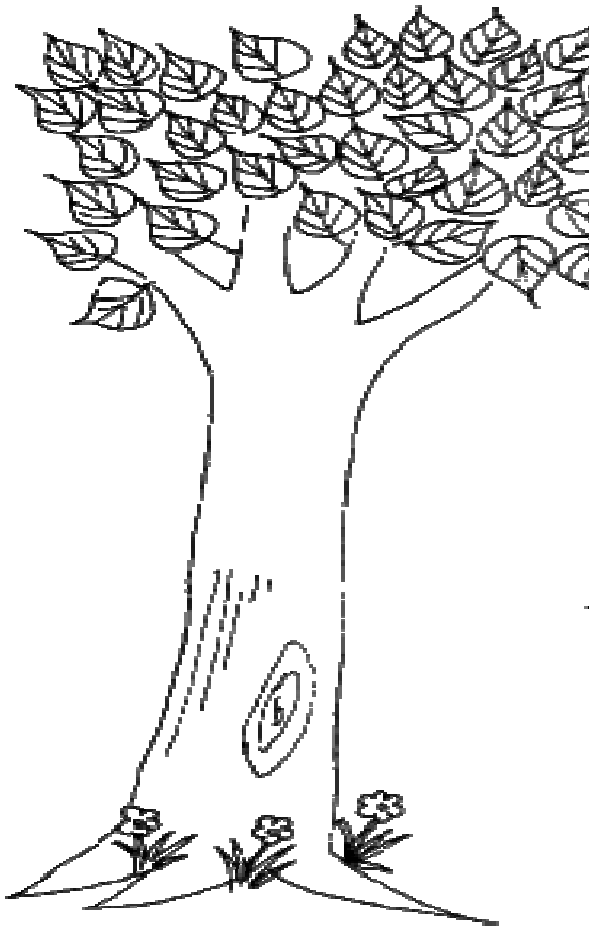

ছেলেটি রোজ ওই গাছটির কাছে আসত ।

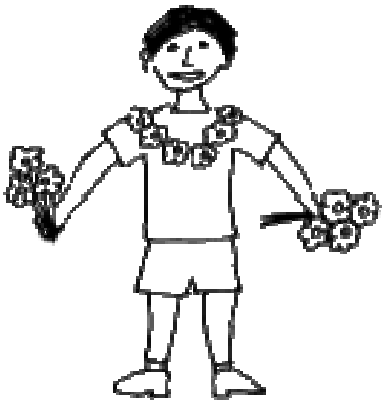

আর গাছরে পাতা জমা করত আর তা দয়িে মুকুট

বানাত।

আর গাছরে ফূল দয়িে মালা বানাত।

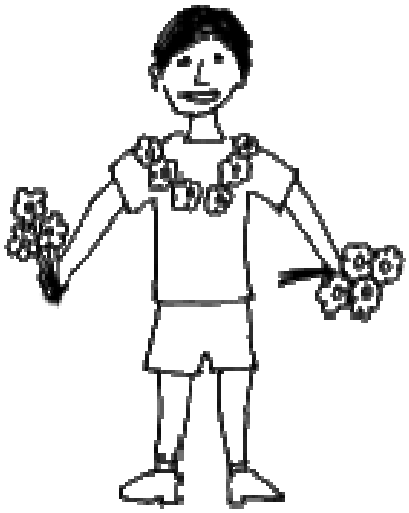

ও জঙ্গলে রাজা রাজা খেলত। গাছরে ডালে চড়ত।

আর গাছের ডাল থেকে ঝুলত ।

আর গাছের আপেল ছিড়ে খেত ।

গাছের পেছনে লুকিয়ে লুক চুরি খেলত ।

যখন খেলতে খেলতে থকে যতে, গাছরে ছায়ায় ঘুমত।

ও গাছকে খুব ভাল বসত , এবংগাছো খুব আনন্দে থাকত ।

এই ভাবে সময় কাটতে লাগল।

আর ছলেটোও বড় হয়ে নজিরে কাজে ব্যস্ত হোল
।

তাই গাছ ও তখন প্রায়ই একা সময় কাটাতে লাগল।

এক দিন যখন ছেলেটা গাছের কাছে এলো তখন গাছ বলল :

“ আয় ভাই ভাই আয়, আমার গাছরে ডালে চড় আর ঝোল।

আমার গাছরে ফল খা আর ছায়ায় ঘুময়িে আরাম কর।

ছেলেটা বললো " আমি এখন বড় হোয়েছি, ডালে চড়ার

আর খলোর বয়সে নইে আমার। আমি এখন কছিু কনিতে

চাই যা দয়িে মজা করতে পারি।

আমার টাকা চাই, তুমি কি আমাকে কিছু পয়সা দিতে পারবে?"

গাছ বললো " আমার কাছে তো কোনো পয়সা নইে। আমার

কাছে খালি পাতা আর ফল আছে। তুমি আপলে গুলো

নিয়ে গিয়ে বাজারে বিক্রি করে যা পয়সা পাবে তা দিয়ে

আনন্দ কর।

এই শুনে ছেলেটো গাছে উঠে অনেকে আপেলে পাড়ল আর সেই গুলো বাজারে বিক্রি করে অনেক টাকা পেয়ে খুসি হোল।

এর পরে আবার কিছুদিনি গাছের কাছে এলোনা।

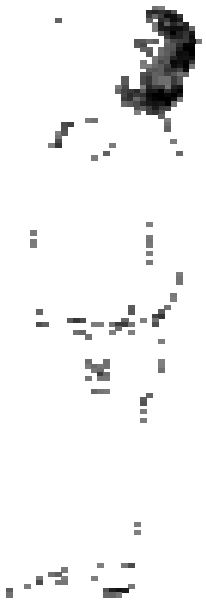

গাছটাও খুব কষ্ট পেল ওর না আসাতে।

এক দিন আবার ছেলেটা এলো গাছের কাছে। ওকে দেখে গাছও অনেক আনন্দে দুলতে লাগলো আর বলল " এস এস, আমার ডালে চড় আর ঝুলে ঝুলে আনন্দ কর।

ছেলেটা সেই সুনে বলল " আমার এখন গাছে চড়ার সময় নেই,

আমার একটা ঘর দরকার। তুমি কি আমাকে একটা ঘর দিতে পারবে?"

" আমার কাছেতো কোনো ঘর নেই" উত্তর দিল গাছ। " এই জঙ্গল আমার ঘর. তুমি যদি চাও তো আমার গাছের ডাল কেটে নিয়ে যাও আর তা দিয়ে নিজের ঘর বানাও। আর খুসি থাক।"

ছেলেটা তাই শুনে গাছের ডাল গুলো কেটে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘর বানাল।

গাছটাও খুব খুসি হল তাতে।

কিন্তু ছেলেটা আবার অনেক দিন এলোনা গাছের কাছে।

কিছুদিন পর যখন ছেলেটা ফিরে এলো আবার, গাছটা খুব ভাবুক হয়ে ফিসফিস কোরে বলল “ এস বাছা, এস আর খেলো।”

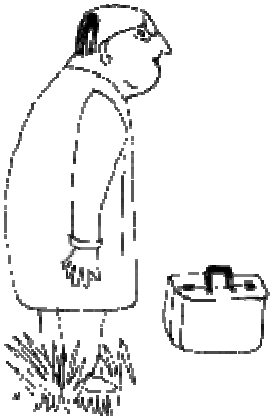

“ আমার একটা নৌক চাই যাতে আমি অনেক দূরে যেতে পারি। আমাকে একটা নৌক দেবে?” বলল ছেলেটো।

“ আমার স্কন্দ কটে নিয়ে যাও আর তা দিয়ে নৌক বানাও। তাল দুর দুর যতে পারব। আনন্দ থাক। “

এই শুন ছলেটো গাছরে স্কন্দ কটে নিয়ে গিয়ে একটা নৌক বানাল আর অনকে দুর চল গলে।

গাছটা কিন্তু দুঃখী হয়ে গেল ওকে না দেখে অনেক দিন।

এই ভাবে অনেক দিন কেটে গেল।
এক দিন আবার যখন ছেলেটা ফিরে এল তখন গাছ ওকে দেখে বলল “ আমায় ক্ষমা কর, আমার আর তোমাকে দেবার কিছুই নেই। আপেলো আর হয় না।”

ছলেটো তাই শুনে বলল “ আমার আর দাঁত নইে যে আপলে খাবো।”

“ আমার আর ডালও নইে যে তুমি ঝুলবে” বলল গাছ।

“আমি এখন বৃদ্ধ, গাছরে ডালে আর ঝুলতে পারব না।”

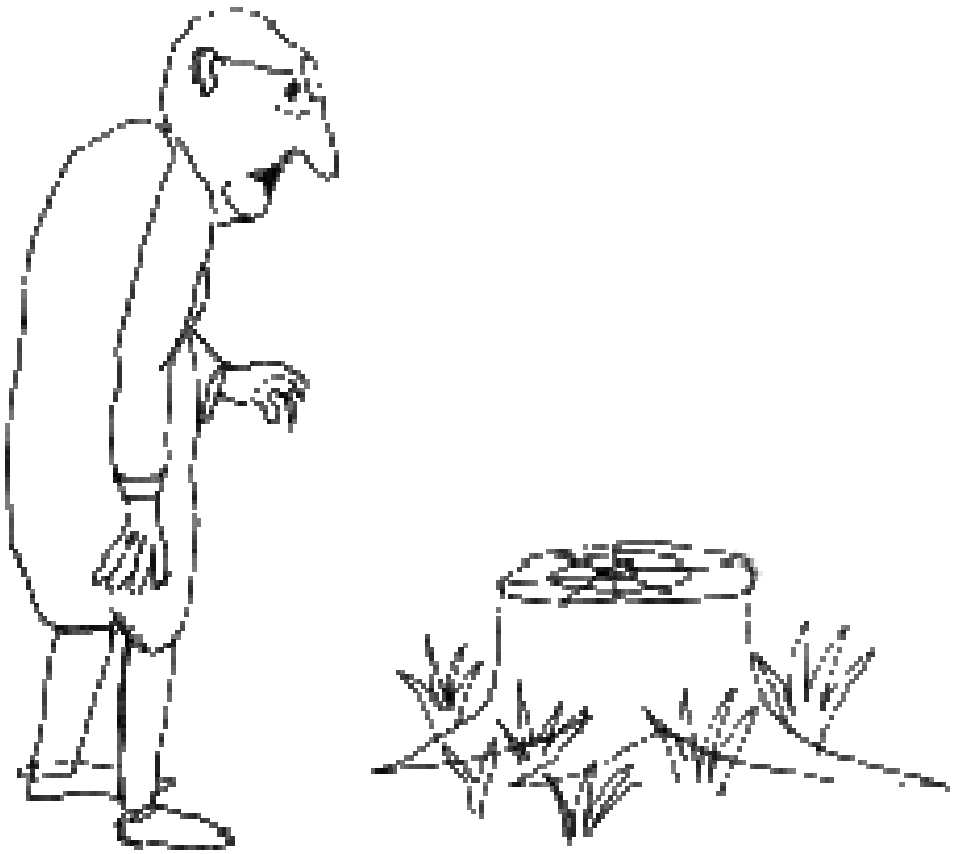

“ আমার স্কন্ধ ও নেই যে তুমি তাতে চড়তেও পারবে না।” বলল গাছ।

এই শুনে ছেলেটো গাছকে বলল “ আমার আর সেই শক্তিও নেই যে গাছে চড়ব। আমি খুব ক্লান্ত।”

গাছ এই শুনে দুঃখ পেয়ে বলল “ আমি দুঃখিত। আমার আর কিছুই নেই তোমাকে দেবার মত । তোমার জন্যে কিছু করতে পারলে ভাল লাগত।”

“আমার আর বেশি কিছুই চাই না, চাই সুধু একটা শান্ত জায়গা বসার জন্য। খুবই ক্লান্ত আমি।” ছেলেটো বলল গাছকে।

এই শুনে গাছ একটু হলে দুলে সোজা হয়ে বলল “ বাহ্, তালে আর কী।

তুমি আমার এই গুড়ির উপর বোসে জিরিয়ে নাও একটু।”

ছেলেটা তখন গাছের গুড়ির উপর বোসে পরল।

এই দেখে গাছেরো আনন্দের সীমা রইল না।